আকাইদ ও ফিক্‌হ

ইবতেদায়ি
দ্বিতীয় শ্রেণি





বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ইবতেদায়ি দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

اَلْعَقَائِدُ وَالْفِقْهُ

আকাইদ ও ফিক্‌হ

ইবতেদায়ি
দ্বিতীয় শ্রেণি

রচনায়

ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল-মারুফ
আ.ন.ম. মাহবুবুর রহমান
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

সম্পাদনায়

অধ্যক্ষ হাফেজ কাজী মোঃ আব্দুল আলীম

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৩
পরিমার্জিত সংস্করণ : , ২০১৭

ডিজাইন

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

২০১৮

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ এবং নৈতিকতা-সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিদা ও বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় আস্থা রেখে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশিত পন্থায় জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী করে সুনাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাদরাসা শিক্ষা-ধারার শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ-ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ইসলামি মূল্যবোধ থেকে শুরু করে দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাদরাসা শিক্ষা ধারার ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্বঅভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিশুদ্ধ ইমানের জন্য সহিহ আকিদা ও নির্ভুল আমল অতীব প্রয়োজন। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফের দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে **'আকাইদ ও ফিক্হ'** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সম্প্রতি যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটিকে ত্রুটিমুক্ত করা হয়েছে- যার প্রতিফলন বইটির বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। এতদসত্ত্বেও কোনো প্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। যাদের জন্য পুস্তকটি রচিত হলো তারা যদি উপকৃত হয় তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

প্রফেসর এ. কে. এম. ছায়েফ উল্যা
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

২০২৫



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আকাইদ

প্রথম অধ্যায়

ইমান-اَلْإِيْمَانُ

পাঠ-১

ইমানের পরিচয়

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি এক, অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রসুল। এটাই ইমানের মূলকথা।

ইমান শব্দের অর্থ আন্তরিক বিশ্বাস। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো মনে-প্রাণে বিশ্বাস করাকে ইমান বলে।

পাঠ-২

মহান আল্লাহর পরিচয়

আমাদের এই পৃথিবী কতইনা সুন্দর! আকাশে দিনের বেলা সূর্য আলো ছড়ায়। রাতে চাঁদ উঠে, তারকারাজি ঝিলমিল করে। এই পৃথিবী, সূর্য, চাঁদ, তারা কে সৃষ্টি করেছেন? নিশ্চয় আল্লাহ।

আমাদের চারপাশে আছে নানা রকম গাছ-গাছালি। আম গাছ, জাম গাছ, কাঁঠাল গাছ, আরো কত রকমের গাছপালা। নানা গাছে নানা স্বাদের ফল। এছাড়াও আছে নদী-নালা, খাল-বিল আরো কত কিছু। এসব কে সৃষ্টি করেছেন? নিশ্চয় আল্লাহ।



আমাদেরও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি আমাদের রিজিকদাতা, পালনকর্তা। তিনি পরম দয়ালু। সারা দুনিয়ার একমাত্র মালিক ও পরিচালক তিনি। তাঁর কোনো তুলনা নেই,তাঁর সমান কেউ নেই। দুনিয়ার সব কিছু তিনি পরিচালনা করেন। আল্লাহ আমাদের মনিব, আমরা তাঁর বান্দা।

পাঠ-৩

কালিমা তায়্যিবা (اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ)

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ
অর্থ: আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসুল।

কালিমা তায়্যিবা ইসলামের মূল বাণী। এ কালিমার উপর ইমান এনেই মুসলমান হতে হয়। এ কালিমাতেই রয়েছে তাওহিদ ও রিসালাতের মূল কথা।

পাঠ-৪

কালিমা শাহাদাত (كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ
অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসুল।

২০১৮

এ কালিমার মাধ্যমে আমরা এ কথার সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ আমাদের একক ইলাহ। তিনি এক, অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। আমাদের সকল ইবাদতের একমাত্র মালিক তিনি। আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করব। তাঁর সকল আদেশ নিষেধ মেনে চলব। সাথে সাথে আমরা এ সাক্ষ্যও দেই যে, হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসুল। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মতো সুন্দরভাবে চলার পথ তিনি আমাদের দেখিয়েছেন। আমরা তাঁর আনুগত্য করব এবং সকল কাজে তাঁকে অনুসরণ করব।

পাঠ-৫

ইমানে মুজমাল (اَلْإِيْمَانُ الْمُجْمَلُ)

اٰمَنْتُ بِاللهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِه وَ صِفَاتِه وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ أَحْكَامِه وَأَرْكَانِه
অর্থ: আমি ইমান আনলাম আল্লাহর উপর ঠিক তেমনি, যেমন তিনি আছেন তাঁর সব নাম ও গুণাবলিসহ। আর তাঁর সকল হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান গ্রহণ করলাম।

মুজমাল অর্থ সংক্ষেপ। ইমানে মুজমালের মাধ্যমে আমরা সংক্ষেপে আল্লাহর নামসমূহ ও তাঁর গুণাবলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি এবং তাঁর সকল বিধি-বিধান মেনে চলার ঘোষণা দেই।

শিক্ষক নির্দেশিকা: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কালিমা তায়্যিবা, কালিমা শাহাদাত ও ইমানে মুজমাল সহিহ উচ্চারণে শেখাবেন এবং খাতায় লেখাবেন।

অনুশীলনী

১। ইমান অর্থ কী? ইমান কাকে বলে?

২। আমাদের সৃষ্টিকর্তা কে? তাঁর সৃষ্টি ৫টি জিনিসের নাম লিখ।

৩। কালিমা তায়্যিবা বল।

৪। কালিমা শাহাদাত বল।

৫। কালিমা শাহাদাতের অর্থ বল।

৬। ইমানে মুজমাল বল।

৭। ইমানে মুজমালের অর্থ বল।

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক) ----- আমাদের সৃষ্টিকর্তা।

খ) তিনি এক, ...।

গ) আল্লাহ আমাদের মনিব, আমরা তাঁর ....।

ঘ) কালিমা তায়্যিবা ইসলামের ....।

ঙ) হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর .... ও ....।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবি-রসুল, আসমানি কিতাব ও ফেরেশতা

পাঠ-১

প্রথম নবির পরিচয়

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সাথে সাথে মানুষের নিকট তাঁর পরিচয় জানিয়ে দেওয়া এবং তাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখানোর জন্য যুগে যুগে অনেক নবি-রসুল পাঠিয়েছেন। প্রথম নবি হলেন হজরত আদম আলাইহিস সালাম। তিনি দুনিয়ার প্রথম মানুষ। তিনি মানব জাতির আদি পিতা।

মহান আল্লাহ হজরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করে সকল বিষয়ের নাম তাঁকে শিখিয়ে দিলেন। এরপর ফেরেশতাদের আদেশ করলেন, তোমরা আদমকে সাজদা কর। ফেরেশতারা আদমকে সাজদা করল। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সকলেই মেনে নিল। ফেরেশতাদের সাথে ছিল এক জিন। তার নাম আযাযিল। সে আদমকে সাজদা করল না। সে বলল: **"আমি আগুনের তৈরি। আর আদম মাটির তৈরি। আমি আদমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।"** আল্লাহর আদেশ অমান্য করায় সে অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হলো।

মহান আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য এ দুনিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন। তিনি সারাজীবন তাঁর সন্তানদের আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো চলার পথ দেখিয়েছেন।

২০১৮

পাঠ-২

সর্বশেষ নবি ও রসুল

আমাদের প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সর্বশেষ নবি ও রসুল। তিনি সকল সৃষ্টির জন্য রহমত হিসেবে প্রেরিত। তিনি ৫৭০ খৃস্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল, সোমবার মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ, মাতার নাম আমিনা।

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট বেলা থেকেই সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি সবসময় সত্য কথা বলতেন। বড়দের সম্মান করতেন, ছোটদের স্নেহ করতেন। মানুষ তাঁকে খুব ভালোবাসতো। সকলেই তাঁকে বিশ্বাস করতো। তাঁর নিকট টাকা-পয়সা আমানত রাখতো। তাঁকে সকলেই 'আলআমিন', 'আসসাদিক' বলে ডাকতো। 'আলআমিন' অর্থ বিশ্বাসী। 'আসসাদিক' অর্থ সত্যবাদী।

হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন 'খাতামুন নাবিয়্যিন' বা সর্বশেষ নবি। তাঁর পরে আর কোনো নবি আসবেন না। তাঁর পরে কেউ নবুওয়তের দাবি করলে সে হবে চরম মিথ্যাবাদী।



পাঠ-৩

প্রধান চারটি আসমানি কিতাব

মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রসুলগণের নিকট যেসব কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোকে আসমানি কিতাব বলে।

আসমানি কিতাব ১০৪ খানা। প্রধান কিতাব চারখানা। আর সহিফা ১০০ খানা। ছোট আকারের আসমানি কিতাবকে সহিফা বলা হয়।

প্রধান চারখানা কিতাব প্রসিদ্ধ চারজন রসুলের উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

১. **তওরাত** : হজরত মুসা আলাইহিস সালাম এর উপর অবতীর্ণ হয়।

২. **জাবুর** : হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম এর উপর অবতীর্ণ হয়।

৩. **ইনজিল** : হজরত ইসা আলাইহিস সালাম এর উপর অবতীর্ণ হয়।

৪. **কুরআন মাজিদ** : হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর অবতীর্ণ হয়।

সকল আসমানি কিতাবের উপর ইমান আনা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।

আসমানি কিতাব আল্লাহর বাণী
সব কিতাবে ইমান আনি।

২০১৮

পাঠ-৪

প্রধান চারজন ফেরেশতা

ফেরেশতা শব্দটি ফার্সি। আরবিতে 'মালাকুন' (مَلَكٌ), যার বহুবচন হলো মালাইকাতুন (مَلَائِكَةٌ)। ফেরেশতাগণ নুরের তৈরি। তাঁরা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি এক বিশেষ জাতি। তাঁদের সংখ্যা আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ জানে না। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণকে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। তাঁরা সবসময় আল্লাহ তাআলার আদেশ মেনে চলেন। কখনো তাঁর অবাধ্য হন না।

প্রধান চারজন ফেরেশতার নাম ও কাজ

ফেরেশতার নাম	কাজ
১। হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম	আল্লাহর হুকুম আহকাম নবি-রসুলগণের নিকট পৌছান।
২। হজরত মিকাইল আলাইহিস সালাম	আল্লাহর আদেশে সকল জীবের রিজিক পৌছিয়ে দেন ও মেঘ-বৃষ্টি পরিচালনা করেন।
৩। হজরত আজরাইল আলাইহিস সালাম	আল্লাহর আদেশে সকল জীবের রূহ কবজ করেন।
৪। হজরত ইসরাফিল আলাইহিস সালাম	শিঙ্গা মুখে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় আছেন। আল্লাহর আদেশে তিনি শিঙ্গায় ফুঁ দিলে কিয়ামত শুরু হবে।

অনুশীলনী

১। আল্লাহ তাআলা নবি-রসুল কেন পাঠিয়েছেন?

২। প্রথম নবির নাম কী?

৩। সর্বশেষ নবির নাম কী?

৪। হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখন, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

৫। আসমানি কিতাব কাকে বলে?

৬। প্রধান চারটি আসমানি কিতাব কী কী? কোন কিতাব কার উপর নাজিল হয়েছিল?

৭। ফেরেশতা শব্দের আরবি কী?

৮। প্রধান চারজন ফেরেশতার নাম উল্লেখ কর এবং তাঁদের কাজের বর্ণনা দাও।

৯। ফেরেশতারা কিসের তৈরি ?

১০। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

ক. প্রথম নবির নাম- হজরত মুহাম্মদ (ﷺ)/ আদম (عليه السلام)/ ইসা (عليه السلام)।

খ. সর্বশেষ নবির নাম- ইসা (عليه السلام)/ মুসা (عليه السلام)/ হজরত মুহাম্মদ (ﷺ)।

গ. আলআমিন অর্থ- সত্যবাদী/ বিশ্বাসী/ দয়ালু।

ঘ. প্রধান কিতাব- ৪টি/ ৫টি/ ৬টি।

ঙ. জীবের রূহ্ কবজ করেন- ইসরাফিল(عليه السلام)/মিকাইল(عليه السلام)/আজরাইল(عليه السلام)।

১১। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) হজরত আদম (عليه السلام) মানব জাতির ....।

(খ) মহানবি (ﷺ) সব সময় .... কথা বলতেন।

(গ) আসমানি কিতাব.................. খানা।

(ঘ) ছোট আকারের আসমানি কিতাবকে .... বলা হয়।

(ঙ) ফেরেশতাগণ .... তৈরি।

ফিকহ

তৃতীয় অধ্যায়

তাহারাত ও অজু

পাঠ-১

তাহারাতের অর্থ ও উপকারিতা

তাহারাত আরবি শব্দ। এর অর্থ পবিত্রতা অর্জন করা। সব রকমের অপবিত্রতা হতে শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী পবিত্রতা অর্জন করাকে তাহারাত বলে।

পবিত্রতা ইমানের অংশ। পবিত্র থাকলে শরীর সুস্থ ও সুন্দর থাকে। মনে প্রশান্তি আসে। পবিত্রতা মানুষকে শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখে। পবিত্রতা অর্জনকারীকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন।

পাঠ-২

অজু (اَلْوُضُوْءُ)

অজু পবিত্রতার প্রথম সোপান। পাক-পবিত্র হওয়ার নিয়তে শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী শরীরের নির্দিষ্ট কয়েকটি অঙ্গ ধোয়ার নাম অজু। সালাতের আগে অজু করতে হয়। এছাড়া কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত এবং কাবা ঘরের তাওয়াফ করতে হলে অবশ্যই অজু করতে হবে। অজু করলে শরীরের নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ময়লা দূর হয় এবং মনও প্রফুল্ল হয়।

অজু করার নিয়ম

❖ পবিত্র পানি দিয়ে অজু করতে হয়। অজু করার আগে অজুর দোআ পড়বে।

অজুর দোআ

بِسْمِ اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰي دِيْنِ الْإِسْلَامِ
اَلْإِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكُفْرُ بَاطِلٌ - اَلْإِسْلَامُ نُوْرٌ وَالْكُفْرُ ظُلْمَةٌ

❖ এরপর নিয়ত করবে।

অজুর নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةً لِّلصَّلٰوةِ وَتَقَرُّبًا إِلَى اللهِ تَعَالٰى
অর্থঃ অপবিত্রতা দূর করা ও নামাজ সঠিক করে পড়ার জন্য এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের জন্য আমি অজুর নিয়ত করছি।

অজুর নিয়মঃ

অজুর সময় নিচের কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে করতে হয়।

❖ দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা।

- ❖ তিনবার কুলি করা।
- ❖ তিনবার নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা।
- ❖ পুরো মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করা।
- ❖ প্রথমে ডান হাতের ও পরে বাম হাতের কনুইসহ তিনবার ধৌত করা।
- ❖ নতুন পানি নিয়ে ভিজা হাতে মাথা, ঘাড় ও কান মাসেহ করা
- ❖ প্রথমে ডান পা এবং পরে বাম পা গিরাসহ তিনবার করে ধৌত করা।

অজুর ফরজ

অজুর ফরজ চারটি । **যথা-**

১। পুরো মুখমণ্ডল ধৌত করা।

২। উভয় হাত কনুইসহ ধৌত করা।

৩। মাথার চারভাগের একভাগ মাসেহ করা।

৪। উভয় পা গিরাসহ ধোয়া।

নিয়মমতো অজু করি
অজু করে নামাজ পড়ি।

শিক্ষক নির্দেশিকা : শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে হাতে-কলমে অজু করা শিখিয়ে দিবেন।

পাঠ-৩

পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা

শরীরের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা:

মুসলিম জীবনে পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা খুবই জরুরি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে মন পবিত্র ও প্রশান্ত থাকে। তেমনি শরীরও নানা রোগ থেকে মুক্ত থাকে। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা পরিচ্ছন্ন, তিনি পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন।

শরীর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য কয়েকটি বিষয় আমাদের সব সময় খেয়াল রাখতে হবে। যেমন :

ঘুম থেকে উঠার পর কোনো কিছু ধরার আগে দু'হাত কবজি পর্যন্ত ধৌত করতে হবে। নিয়মিত দাঁত পরিষ্কার করতে হবে। প্রত্যহ গোসল করতে হবে এবং শরীর ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। প্রস্রাব-পায়খানা করে সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুতে হবে। নিয়মিত চুলের যত্ন নিতে হবে। সপ্তাহে একবার হাত ও পায়ের নখ কাটতে হবে।

জামা-কাপড়ের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা:

জামা-কাপড় পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা। অপবিত্র জামা-কাপড়ে নামাজ হয় না। তাই সব সময় জামা-কাপড় পবিত্র রাখার জন্য সচেতন থাকতে হবে। কাপড়ে কোনো নাপাাক লাগলে সাথে সাথে ধুয়ে ফেলতে হবে। কাপড় ময়লা হওয়ার সাথে সাথে সাবান দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

অনুশীলনী

১। তাহারাত শব্দের অর্থ কী?

২। তাহারাত কাকে বলে?

৩। অজু কাকে বলে ?

৪। অজু করলে কী হয়।

৫। অজুর ফরজ কয়টি ও কী কী?

৬। অজুর দোআ বল।

৭। অজুর নিয়ত বল।

৮। অজু করার নিয়ম বল।

৯। শরীর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য কোন কোন বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে?

১০। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) পবিত্রতা ------------ অংশ।

(খ) পবিত্রতা অর্জনকারীকে -------- ভালোবাসেন।

(গ) অজু --------------- প্রথম সোপান।

(ঘ) সালাতের আগে ---------- করতে হয়।

(ঙ) ---------- দিয়ে অজু করতে হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

আজান

পাঠ-১

আজানের পরিচয়

আজান অর্থ জানিয়ে দেওয়া, আহবান করা। শরিয়তের পরিভাষায়- সালাতের সময় হলে উচ্চ স্বরে নির্দিষ্ট আরবি বাক্য দ্বারা মানুষকে সালাতের জন্য আহবান করাকে আজান বলে। যিনি আজান দেন তাঁকে বলে মুআজ্জিন। যেহেতু নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা ফরজ, সেহেতু সালাতের সময় জানিয়ে দেওয়ার জন্য ইসলামে আজানের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

আজানের নিয়ম

অজু করে মুআজ্জিন উঁচু স্থানে কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে।

দু-হাতের শাহাদাত আঙুলি দু'কানের মধ্যে রেখে সুন্দরভাবে আজানের বাক্যগুলো উচ্চারণ করবে।

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বলার সময় ডান দিকে এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার সময় বাম দিকে মুখ ফিরাবে।

২০১৮

পাঠ-২

আজানের বাক্য

আজানের বাক্য পনেরটি। যথা-

আজানের শব্দ	অর্থ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ	আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান।
اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ	আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান।
اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।
اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসুল।
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসুল।
حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ	নামাজের জন্য এসো।
حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ	নামাজের জন্য এসো।
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ	কল্যাণের দিকে এসো।
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ	কল্যাণের দিকে এসো।
اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ	আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান।
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।

ফজরের আজানে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর পর নিচের বাক্য দুটি অতিরিক্ত বলতে হয় :

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ	ঘুম থেকে নামাজ ভালো।
اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ	ঘুম থেকে নামাজ ভালো।

পাঠ-৩

আজানের দোআ ও জবাব

আজানের দোআ

আজান শেষে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ শরিফ পড়বে। তারপর এ দোআ পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ ، وَالصَّلَاةِ الْقَآئِمَةِ ، اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ
وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ
وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমিই এ পরিপূর্ণ আহবান ও শাশ্বত নামাজের প্রতিপালক। হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান কর সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান ও সুমহান মর্যাদা আর তাঁকে অধিষ্ঠিত কর প্রশংসিত স্থানে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ। আর আমাদেরকে কিয়ামতের দিন তাঁর শাফাআত নসিব কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না।

২০১৮

আজানের জবাব

আজানের জবাবে মুআজ্জিনের সাথে সাথে আজানের বাক্যসমূহ বলতে হয়। তবে শুধুমাত্র حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ও حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ শুনে বলতে হয়-

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ আর ফজরের সময় اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ শুনে বলতে হয় صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ

অনুশীলনী

১। আজান মানে কী?
২। আজান কাকে বলে? যিনি আজান দেন তাকে কী বলা হয়?
৩। আজানের সময় হাত কোথায় রাখবে?
৪। কোন দিকে ফিরে আজান দিতে হয়?
৫। আজানের বাক্য কয়টি ও কী কী?
৬। ফজরের আজানে অতিরিক্ত কী বলতে হয়?
৭। আজানের দোআটি বল।
৮। আজানের জবাব কিভাবে দিতে হয়?
৯। শূন্যস্থান পূরণ কর :
ক) আজান অর্থ ---------------------।
খ) যিনি আজান দেন তাকে ------------ বলা হয়।
গ) আজানের বাক্য --------------টি।
ঘ) আজান শেষে ---------এর উপর দরুদ শরিফ পড়বে।
ঙ) আজানের জবাবে মুআজ্জিনের সাথে সাথে --------- বলতে হয়।

শিক্ষক নির্দেশিকা: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আজানের বাক্য ও নিয়মাবলি শিখিয়ে দিবেন এবং তাদের আজানের দোআ ও জবাব মুখস্থ করাবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

সালাত- اَلصَّلٰوةُ

পাঠ-১

সালাতের সময়

'সালাত' আরবি শব্দ। সালাত মানে নামাজ। সালাত ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ। একজন মুসলমানকে দিনে পাঁচবার সালাত আদায় করতে হয়। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম হলো: ১. ফজর ২. জোহর, ৩. আসর ৪. মাগরিব ও ৫. এশা।

ফজর: সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ফজরের সালাতের সময়।

জোহর: যখন সূর্য মাথার উপর থেকে পশ্চিম দিকে একটু ঢলে পড়ে তখন জোহরের সময় শুরু হয়। মূল ছায়া বাদে কোনো বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত জোহরের সালাতের সময় থাকে।

আসর: জোহরের সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে আসরের সময় শুরু হয়। সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত আসরের সালাতের সময় থাকে। তবে সূর্য হলুদ রং ধারণ করার পর সালাত আদায় করা মাকরুহ।

মাগরিব: সূর্যাস্তের পর থেকে মাগরিবের সময় শুরু হয় এবং পশ্চিম আকাশে লাল আভা বিলীন হওয়ার পর সাদা আভা থাকা পর্যন্ত মাগরিবের সালাতের সময় থাকে।

এশা: মাগরিবের সালাতের সময় শেষ হওয়ার পর এশার সময় শুরু হয়। সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত এশার সালাতের সময় থাকে। তবে মধ্যরাতের পূর্বে এশার নামাজ আদায় করা উত্তম।

২০১৮

পাঠ-২

সালাতের রাকাত সংখ্যা

ফজর : ফজরের সালাত মোট চার রাকাত। প্রথমে দুই রাকাত সুন্নাত এবং পরে দুই রাকাত ফরজ।

জোহর: প্রথমে চার রাকাত সুন্নাত, তারপর চার রাকাত ফরজ এবং দুই রাকাত সুন্নাত।

আসর : প্রথমে চার রাকাত সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদা এবং পরে চার রাকাত ফরজ।

মাগরিব : মাগরিবে প্রথম তিন রাকাত ফরজ এবং পরে দুই রাকাত সুন্নাত।

এশা : এশার প্রথমে চার রাকাত সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদা, তারপর চার রাকাত ফরজ এবং পরে দুই রাকাত সুন্নাত। এরপর তিন রাকাত বিতর সালাত আদায় করা ওয়াজিব।

জুমা: প্রথমে চার রাকাত সুন্নাত, তারপর দুই রাকাত ফরজ, তারপর চার রাকাত সুন্নাত এবং এরপর দুই রাকাত সুন্নাত।

পাঠ-৩

সালাত আদায়ের নিয়ম

সালাত আদায়কালে প্রথমে একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহ তাআলার প্রতি মনোনিবেশ করবে।

২০১৮

তারপর দু-পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রেখে কিবলামুখী হয়ে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে নিচের দোআটি পড়বে।

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا
وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ
অর্থ : আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরালাম, যিনি আকাশসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত নই।

এরপর সালাতের নিয়ত করবে। **ফজরের দু'রাকাত ফরজ সালাতের নিয়ত :**

ফজরের দু'রাকাত ফরজ সালাতের নিয়ত
نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰي رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَرْضُ اللهِ تَعَالٰي مُتَوَجِّهًا إِلٰي جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ- اَللهُ أَكْبَرُ
অর্থ : আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ফজরের দুই রাকাত ফরজ সালাত কিবলামুখী হয়ে আদায় করার নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

তাকবিরে তাহরিমা

নিয়ত শেষে اَللهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলে নামাজ শুরু করতে হয়। এরই নাম তাকবিরে তাহরিমা। তাকবিরে তাহরিমা বলার সময় পুরুষ দু'কান পর্যন্ত এবং মহিলা দু'কাঁধ পর্যন্ত দু'হাত উঠাবে। পুরুষ ডান হাত দিয়ে বাম হাতের

২০১৮

কব্জি চেপে ধরে নাভীর নিচে রাখবে। মহিলা বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে বুকের উপর রাখবে। তারপর 'ছানা' পাঠ করবে।

ছানা

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ إِلٰهَ غَيْرُكَ

ছানা পাঠ করার পর আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজিম পড়বে। তারপর বিসমিল্লাহসহ সুরা ফাতেহা এবং যে কোনো একটি সুরা বা ছোট ৩টি আয়াত পাঠ করবে। তারপর আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবে। অতঃপর নিচের তাসবিহটি তিনবার বা পাঁচবার বা সাতবার পড়বে।

রুকুর তাসবিহ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ
অর্থ : আমি আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

রুকুর তাসবিহ পাঠ শেষ হলে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সময় তাসমি পড়বে।

তাসমি'

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে তিনি তা শ্রবণ করেন।

রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় নিচের তাহমিদটি পড়বে।

তাহমিদ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! সকল প্রশংসা তোমারই।

এরপর আল্লাহু আকবার বলে সাজদায় যাবে। প্রথমে মাটিতে দু'হাঁটু, পরে দু'হাত, এরপর যথাক্রমে নাক ও কপাল রাখবে। সাজদায় নিচের তাসবিহ পড়বে।

সাজদার তাসবিহ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى
অর্থ : আমি আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

এবার আল্লাহু আকবার বলে সাজদা থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে বসবে। এরপর আল্লাহু আকবার বলে আবার সাজদায় গিয়ে সাজদার তাসবিহ পড়বে। তারপর আল্লাহু আকবার বলে সোজাসুজি দাঁড়িয়ে যাবে। প্রথম রাকাতের ন্যায় দ্বিতীয় রাকাতেও সুরা ফাতেহা এবং অন্য কোনো একটি সুরা পাঠ করবে। তারপর রুকু ও সাজদা শেষ করে বসবে এবং তাশাহ্হুদ পড়বে।

তাশাহ্হুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ
أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

তাশাহ্হুদ পড়া শেষ হলে নিচের দরুদ শরিফটি পড়বে।

দরুদ শরিফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ ، وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ
وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَّعَلٰى
آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

দরুদ শরিফ শেষ হলে দোআ মাছুরা পড়বে।

দোআ মাছুরা

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ ،
فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ ، وَارْحَمْنِيْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

এরপর اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ বলে প্রথমে ডানে ও পরে বামে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবে।

তিন বা চার রাকাত সালাত আদায়ের সময় দ্বিতীয় রাকাত শেষে তাশাহ্হুদ পড়ে দাঁড়াবে এবং পূর্বের মত বাকি সালাত আদায় করে বসবে। এরপর তাশাহ্হুদ ও দরুদ শরিফ পড়ে সালাম ফিরাবে। যদি চার রাকাত সুন্নাত সালাত হয় তবে শেষ দু'রাকাতে সুরা ফাতেহার সাথে অন্য সুরা মিলাতে হবে। কিন্তু ফরজ সালাত হলে প্রথম দু'রাকাতের পর অন্য কোনো সুরা মিলাতে হবে না। সালাত শেষ হলে মুনাজাত করবে।

মুনাজাত

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

অর্থ : হে আমাদের রব! তুমি আমাদের পক্ষ থেকে কবুল কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

অনুশীলনী

১। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম লিখ।

২। ফজরের সালাতের সময় উল্লেখ কর।

৩। জোহরের ফরজ সালাত কত রাকাত?

৪। এশার সালাতের সময় উল্লেখ কর।

৫। জায়নামাজের দোআটি বল।

৬। রুকু ও সাজদার তাসবিহ দুটি অর্থসহ বল।

৭। ফজরের দু'রাকাত ফরজ সালাতের নিয়ত বল।

৮। তাশাহ্হুদ ও দরূদ শরিফ বল।

৯। একটি মুনাজাত অর্থসহ লিখ।

১০। শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক) সালাত ইসলামের ---------- স্তম্ভ।

খ) সূর্যাস্তের পর থেকে ------------ সময় শুরু হয়।

গ) ফজরের সালাত মোট ---------- রাকাত।

ঘ) তিন রাকাত বিতর সালাত আদায় করা---------।

ঙ) ফরজ সালাত হলে দু'রাকাতের পর--------- মিলাতে হবে না।

শিক্ষক নির্দেশিকা : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সালাত আদায়ের নিয়ম শেখাবেন এবং সরাসরি সালাত আদায়ের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিবেন।

আখলাক ও দোআ

ষষ্ঠ অধ্যায়

আখলাক

পাঠ-১

আখলাকে হাসানাহ

আখলাক শব্দটি আরবি। এর অর্থ- স্বভাব, চরিত্র । মানুষের স্বভাব ও চরিত্রকে আখলাক বলা হয়। আখলাকে হাসানাহ বা উত্তম চরিত্র মানুষের বড় সম্পদ। যার চরিত্র যত সুন্দর মানুষের কাছে সে তত প্রিয়। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : **তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সবচেয়ে উত্তম যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।**

পাঠ-২

সালাম

সালাম ইসলামের এক সুন্দর রীতি। কোনো মুসলমানের সাথে দেখা হলে আমরা সালাম দেই। আবার বিদায় নেওয়ার সময়ও সালাম দেই। সালাম দেওয়া সুন্নাত। সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব। আগে সালাম দেওয়া অধিক সাওয়াবের কাজ। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে আগে সালাম দিবে, সে অহংকার থেকে মুক্ত।

অনেক লোকের মধ্য থেকে একজন সালাম করলে বা উত্তর দিলেই সবার সুন্নাত এবং ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়।

সালাম দেওয়ার রীতি

সালাম দেওয়ার আদব হলো, ছোটরা বড়দের সালাম দিবে। যে হেঁটে আসছে সে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিকে সালাম দিবে। দাঁড়ানো ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে সালাম দিবে। ছেলেমেয়েরা পিতামাতাকে, শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে সালাম দিবে। কম সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দিবে। শিক্ষা দেওয়ার জন্য বড়রাও ছোটদের আগে সালাম দিতে পারেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের আগে সালাম দিতেন।

সালাম ও সালামের জবাব

সালাম
اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ
অর্থ: আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

সালামের জবাব
وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ
অর্থ: আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক।

পাঠ-৩

মুসাফাহা

একজন মুসলমানের সাথে অপর মুসলমানের দেখা হলে সালাম বিনিময়ের পর উভয়ে হাত মিলানোকে মুসাফাহা বলে। মুসাফাহা করা সুন্নাত। মুসাফাহা করার নিয়ম হলো- উভয়ের ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে একে অপরের হাত ধরে একে অপরের জন্য দোআ করবে। দু'হাত দিয়ে মুসাফাহা করা সুন্নাত। মুসাফাহা হাতের আঙুল ও তালু দিয়ে করাই সুন্নাত। শুধু আঙুল দিয়ে করলে মুসাফাহা হবে না।

মুসাফাহার দোআ

يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ

অর্থ : আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের ক্ষমা করুন।

পাঠ-৪

সত্য কথা বলা

সত্য কথা বলা মহৎ গুণ। সত্যবাদীকে সবাই ভালোবাসে। যে সত্য কথা বলে সে আল্লাহর কাছে প্রিয়। সত্য মানুষকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করে, মিথ্যা ডেকে আনে ধ্বংস ও ক্ষতি। মিথ্যা সকল গুনাহের মূল। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা সবসময় সত্য কথা বলবে। কেননা, সত্য পুণ্যের পথে নিয়ে যায়। আর পুণ্য জান্নাতে নিয়ে যায়।

২০১৮

পাঠ-৫

ওয়াদা পালন

ওয়াদা পালন অর্থ কাউকে কথা দিয়ে কথা রাখা বা প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করা। ওয়াদা পালন একটি উত্তম গুণ। এর মাধ্যমে মানুষ সকলের কাছে সমাদৃত হয়। যারা ওয়াদা খেলাফ করে তাদেরকে কেউ পছন্দ করে না। ওয়াদা পালন করা ওয়াজিব। ওয়াদা পালন করা আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তারা সর্বদা ওয়াদা পালন করেন। কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না। আমরা ওয়াদা পালন করব এবং আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দা হব।

অনুশীলনী

১। আখলাক শব্দের অর্থ কী?

২। চরিত্র সম্পর্কে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী বলেছেন?

৩। 'আসসালামু আলাইকুম' অর্থ কী ?

৪। সালাম দেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি বল।

৫। মুসাফাহা অর্থ কী?

৬। মুসাফাহার দোআটি মুখস্থ বল।

৭। মুসাফাহার নিয়ম বল।

৮। সত্য কথা বলা সম্পর্কে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী বলেছেন?

৯। ওয়াদা পালন করা কাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য?

১০। শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক) সালাম দেওয়া --------- এবং সালামের উত্তর দেওয়া --------- ।

খ) যে আগে সালাম দেবে সে ------- ।

গ) সত্য কথা বলা মহৎ ----------- ।

ঘ) সত্য ---------- পথে নিয়ে যায়।

ঙ) যারা ওয়াদা খেলাফ করে তাদেরকে কেউ ------- করে না।

২০১৮

সপ্তম অধ্যায়

দোআ

পাঠ-১

ইনশা-আল্লাহ এর ব্যবহার

إِنْ شَاءَ اللهُ অর্থ : যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন।

যে কথা ও কাজ ভবিষ্যতে করা হবে সে ক্ষেত্রে আমরা 'ইনশা-আল্লাহ্' বলব।

পাঠ-২

নাউজুবিল্লাহ এর ব্যবহার

نَعُوْذُ بِاللهِ অর্থ: আমরা আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাই।

কোনো খারাপ কথা শুনলে বা খারাপ কাজ দেখলে, আল্লাহর গজব বা আজাবের কথা শুনলে কিংবা অনিচ্ছাকৃত কোনো খারাপ কথা বলে ফেললে আমরা নাউজু-বিল্লাহ বলব।

পাঠ-৩

ইন্না-লিল্লাহ এর ব্যবহার

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

অর্থ: আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব।

২০১৮

কেউ মারা গেছে শুনলে, কিছু হারানো গেলে ও খারাপ খবর শুনলে **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন** পড়তে হয়।

পাঠ-৪

ইস্তিগফার

اَسْتَغْفِرُ اللهَ অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি।

আমরা মানুষ হিসেবে প্রায়ই ভুল করে থাকি। এ ভুলের জন্য আল্লাহর দরবারে সব সময় ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। হাদিস শরিফে আছে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ শেষে তিনবার ইস্তিগফার করতেন। অন্য হাদিসে আছে, তিনি প্রতিদিন ১০০ বার ইস্তিগফার করতেন। সুতরাং নামাজ শেষে তিনবার ও প্রতিদিন কমপক্ষে ১০০ বার ইস্তিগফার শরিফ পড়া উচিত।

পাঠ-৫

খাওয়ার সময় যে দোআ পড়তে হয়

খাওয়ার শুরুতে পড়তে হয় :

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللهِ
অর্থ: আল্লাহর নামে ও আল্লাহর বরকত কামনা করে শুরু করছি।

খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ বলতে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়ামাত্র পড়তে হয়

بِسْمِ اللهِ أَوَّلَـهُ وَاٰخِرَهُ
অর্থঃ আল্লাহর নামে এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।

খাওয়ার শেষে পড়তে হয় :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ
অর্থঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন এবং মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

পাঠ-৬

ঘুমানোর সময় যে দোআ পড়তে হয়

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا
অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার নাম নিয়ে আমি ঘুমাই এবং ঘুম থেকে জেগে উঠি।

ঘুম থেকে জেগে যে দোআ পড়তে হয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ
অর্থঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে মৃত্যুর পর জীবন দান করেছেন। আর প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই দিকে।

পাঠ-৭

হাঁচির দোআ

হাঁচি দিলে পড়তে হয় :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর।

কারো হাঁচির দোআ শুনলে বলতে হয়:

يَرْحَمُكَ اللهُ
অর্থ : আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি দয়া করুন।

উক্ত দোআ শুনলে জবাবে হাঁচিদাতাকে বলতে হয় :

يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ
অর্থ : আল্লাহ আপনাকে সুপথ দেখান এবং আপনার ভালো করুন।

অনুশীলনী

১। কোন দোআ কখন পড়তে হয়?

(ক) ইনশা-আল্লাহ

(খ) নাউজু-বিল্লাহ

(গ) ইন্না-লিল্লাহ

২। নামাজ শেষে ও দিনে কমপক্ষে কতবার ইস্তিগফার পড়া উচিত?

৩। খাওয়ার শুরুতে ও শেষে কোন দোআ পড়তে হয়?

৪। ঘুমানোর সময় কোন দোআ পড়তে হয়?

৫। ঘুম থেকে জেগে কোন দোআ পড়তে হয়?

৬। হাঁচি দিলে কী পড়তে হয়? কারো হাঁচির দোআ শুনলে জবাবে কী বলতে হয়?

৬। সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও :

ক) যে কথা ও কাজ ভবিষ্যতে করা হবে সে ক্ষেত্রে বলতে হয়-
ইনশা-আল্লাহ/ মাশা-আল্লাহ/ নাউজুবিল্লাহ।

খ) কারো মৃত্যু সংবাদ শুনলে বলতে হবে-
সুবহানাল্লাহ/ ইন্না-লিল্লাহ/ মাশা-আল্লাহ।

গ) হাঁচি দিলে পড়তে হয়-
ইনশা-আল্লাহ/ মাশা-আল্লাহ/ আলহামদুলিল্লাহ।

শিক্ষক নির্দেশিকা

আকাইদ ও ফিকহ বিষয়টি শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বিষয়টি আকিদা ও আমল সম্পর্কিত। শৈশব-কৈশরে অন্তরে যে বিশ্বাস গ্রোথিত হয় এবং আমলের যে অভ্যাস গড়ে উঠে তা ভবিষ্যত জীবনে মানুষের চলা-ফেরা, আচার-আচরণ ও কাজ-কর্মে মূর্ত হয়ে উঠে। তাই শিক্ষার্থীদের আকাইদ ও ফিকহ পাঠদানে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয়। একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক হিসেবে আপনার জানা আছে কোন পদ্ধতিতে কচি-কাঁচাদের আকিদা ও আমলের বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিবেন এবং তাদের বাস্তব জীবনে

এগুলো কার্যকরি করার অভ্যাস গড়ে তোলার প্রয়াস চালাবেন। তবুও এখানে আমরা কিছু পরামর্শ উপস্থাপন করছি।

১। আকাইদ ও ফিকহ বিষয়টির প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় আকাইদ, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় ফিকহ এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় আখলাক ও দোআ এ তিনটি অংশে বিভক্ত। তিনটি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আকাইদ অংশে সন্নিবেশিত ইমানের মৌলিক বিষয় তথা কালিমাগুলো সহিহ উচ্চারণে শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করাবেন। তাওহিদের বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি ও কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শন শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন। এতে তারা বিষয়টি সহজে বুঝতে পারবে।

২। ফিকহ অংশের বিষয়গুলো মুখস্থ করানোর সাথে সাথে হাতে-কলমে দেখিয়ে দিবেন, যাতে অজু, গোসল, তায়াম্মুম ও সালাতের পদ্ধতি প্রত্যেক শিক্ষার্থী যথাযথভাবে শিখতে পারে এবং বাস্তব জীবনে আমল করতে পারে।

৩। চারিত্রি গুণ সৃষ্টির জন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ে যেসব বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে সেগুলো বিভিন্ন উদাহরণ ও বাস্তব ঘটনার মাধ্যমে বুঝানোর চেষ্টা করবেন এবং নিজ জীবনে তা প্রয়োগ করার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন।

৪। সপ্তম অধ্যায়ের প্রয়োজনীয় দোআসমূহ সহিহ উচ্চারণে মুখস্থ করাবেন এবং দৈনন্দিন জীবনে সেগুলো কার্যকর হচ্ছে কিনা তার খোঁজ-খবরও নিবেন।

৫। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য নির্দেশ (যেমন টিক চিহ্ন দাও) লেখা থাকলেও পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষার্থীদের লিখতে নিষেধ করাই ভালো। সকল প্রশ্নের উত্তর তাদেরকে পৃথক খাতায় লিখাবেন।

৬। যে বিষয়টি পড়ানো হবে পূর্বেই তা পড়ে নিলে ভালো হয়। এতে পাঠ উপস্থাপন সহজ হবে।



২০১৮ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ২য়-আকাইদ

ক্ষমা করা উত্তম কাজ

—আল কুরআন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য